



13319 - রূহ ফুঁকে দেয়ার পর গর্ভপাত করা

প্রশ্ন

পাঁচমাসে ভ্রুণকে গর্ভপাত করার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সুন্নাহর অনুসারী মাযহাবসমূহের ফকিহবিদগণ এই মর্মে ইজমা করছেন যে, রূহ ফুঁকে দেয়ার পর তথা গর্ভধারণের পর ১২০ দিনি পার হয়ে গেলে গর্ভস্থতি ভ্রুণকে হত্যা করা হারাম। কোন অবস্থায় এ ভ্রুণকে হত্যা করা জায়যে হবে না; তবে এই গর্ভ ধারণ অব্যাহত রাখার ফলে মায়ের মৃত্যু ঘটতে পারার অবস্থা ছাড়া।

রূহ ফুঁকে দেয়ার পূর্বে গর্ভপাত করা নিয়ে ফকিহবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু সকল ফকিহবিদ একমত যে রূহ ফুঁকে দেয়ার পর ভ্রুণ একজন পূর্ণ মানুষ ও একটি প্রাণের রূপ ধারণ করে; যার ক্ষেত্রে একটি প্রাণের মর্যাদা ও সম্মান সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি বনী আদমকে সম্মানিত করছি...”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত:৭০] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “যে ব্যক্তি কোন প্রাণের বদলে প্রাণ হত্যার অপরাধ ব্যতিরেকে কথিবা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির অপরাধ ব্যতিরেকে কোন মানুষকে হত্যা করে সে যেনে সব মানুষকেই হত্যা করল; আবার কটে যদি কারো জীবন রক্ষা করে সে যেনে সব মানুষকেই জীবন রক্ষা করল।...”[সূরা মায়দা, আয়াত: ৩২]

রূহ ফুঁকে দেয়ার পর গর্ভপাত করা হারাম হওয়ার উপর ইজমা সংঘটিত হয়েছে মর্মে মালকে মাযহাবের ফকিহবিদ ইবনে জুযাই তাঁর ‘আল-কাওয়ানি আল-ফকিহিয়া’ গ্রন্থে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন: “যদি গর্ভাশয় বীর্য ধারণ করে নিয়ে তখন সটোকৈ নষ্ট করা জায়যে নয়। আকৃতি হয়ে গেলে বিষয়টি আরও জঘন্য হয়। আর রূহ ফুঁকে দেয়ার পর বিষয়টি আরও জঘন্য হয়ে যায়। বরং সটো ইজমার ভিত্তিতে প্রাণ হত্যা।”[আল-কাওয়ানি আল-ফকিহিয়া (পৃষ্ঠা-১৪১)]

অনুরূপভাবে নহিয়াতুল মুহতাজ গ্রন্থে এসেছে: “... রূহ ফুঁকে দেয়ার সময় ঘনিয়ে এলে হারাম হওয়ার দকিট আরও জোরালো হয়। কেননা সটে একটি অপরাধ। এরপর যদি মানবাকৃতি ধারণ করে এবং ধাত্রীরা হাত দিয়ে নাগাল পায় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়; সে ক্ষেত্রে দয়িত (রক্তমূল্য) পরশিোধ করা ওয়াজবি।”[নহিয়াতুল মুহতাজ (৮/৪৪২)]

আল-বাহরুর রায়কে গ্রন্থে পরস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ভ্রুণেরে কিছু আকৃতি ফুটে উঠেছে সে ভ্রুণকে সন্তান



হসিবে গণ্য করা হব। আল-বনিয়া গ্রন্থরে গ্রন্থাকার বলেন: “যদি ভ্রুণরে কিছু আকৃতি প্রকাশতি হয় সক্ষেত্রে উক্ত ভ্রুণকে নষ্ট করা জায়যে নয়। যদি রক্তপণ্ডি ও রক্ত থেকে আলাদা রূপ ধারণ করে তখন সটো প্রাণ হয়ে যায়। প্রাণ হফেযত করা ইজমার ভিত্তিতে ও কুরআনুল কারীমরে প্রত্যক্ষ দললিরে ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠতি।

এ আলচনার মাধ্যমে আমাদরে কাছে পরস্কার হয়ে গেলে য়ে, রূহ ফুঁকে দয়োর পর গর্ভপাত করা একটা অপরাধ। একান্ত সুনশ্চিতি জরুরী অবস্থা ছাড়া গর্ভপাত করা বধৈ নয়। সযে জরুরী অবস্থাটা হলো গর্ভধারণ অব্যাহত রাখাটা মায়রে জীবনরে জন্য হুমকজিনক হওয়া। উল্লেখ্য, আধুনকি চকিৎসা উপকরণরে অগ্রগতি ও বস্তুগত বজ্জ্ঞানকি উন্নয়নরে ফলে বর্তমানে মায়রে জীবন রক্ষা করার জন্য গর্ভপাত করার বধিয়টা একবোরই বরিল।